Learning Resource

B.Sc. 2nd Semester General Economics
DSC 1BT: Macroeconomics

Prof. Somarani Karan

Unit-VII: Banking

ভূমিকা

ব্যাংক ব্যবসায় একটি পুরাতন ব্যবসায়। এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হলো অর্থ (টাকা, ডলার ইত্যাদি)। অর্থকে কেন্দ্র করে ব্যাংকিং ব্যবসা আবর্তিত হয়। অর্থের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকেই ব্যাংক ব্যবসায়ের শুরু। মধ্যযুগে ইহুদী ব্যবসায়ীরা এক পক্ষের কাছ থেকে কম সুদের বিনিময়ে অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করত এবং অন্য পক্ষের কাছে এই অর্থ অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে ধার হিসেবে দিত। এর মধ্য দিয়েই ব্যাংক ব্যবসার জন্ম হয়। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থা শুধু আমানত নেওয়া ও ঋণ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাংক-ড্রাফ্‌ট্‌, চেক, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন নতুন বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তির মাধ্যমে ব্যাংক এখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সব দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমান যুগে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তিই হলো শিল্প ও বাণিজ্য। আর এই শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম। এ ইউনিট থেকে আপনি ব্যাংকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলি, গুরুত্ব, ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন। এবার তাহলে আসুন, ইউনিটটি শেষ করি এবং বিষয়গুলো জেনে নিই।

ব্যাংকের সংজ্ঞা (Definition of Bank)

ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেটি এক পক্ষের কাছ থেকে আমানত হিসাবে অর্থ জমা রাখে এবং অন্য পক্ষকে আমানতি অর্থ থেকে ঋণ দেয়। ব্যাপক অর্থে, ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Intermediary) যা আমানত গ্রহণ করা, ঋণ দেওয়া এবং ঋণ ও অর্থ সৃষ্টি করাসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজ সম্পন্ন করে। ব্যাংকের সাধারণ অর্থ জানা হলো। এবার আসুন, অন্যদের দেওয়া কয়েকটা সংজ্ঞা জেনে নিই:

Cairncross-এর মতে, ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান, যেটি ধার ও ঋণের ব্যবসায় করে (A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts). Chambers আরো ব্যাপকভাবে ব্যাংকের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ব্যাংক একটি কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠান যার কাজ হলো অর্থ গ্রহণ, ঋণদান এবং বিনিময় কার্যাদি সম্পন্নকরণ (A bank is an office or institution for the keeping, lending and exchanging of money)। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় ব্যাংক আইন অনুসারে, ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ঋণ দেওয়া বা বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ করে, যে অর্থ চাহিবামাত্র বা অন্যভাবে ফেরত দিতে হয় এবং যা চেক, ড্রাফ্‌ট্‌ বা অন্যভাবে উঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

উপরের সংজ্ঞাগুলোর ভিত্তিতে বলা যায়, ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন ব্যাংক-হিসাব (Bank Account)–এর মাধ্যমে কম সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং ঐ অর্থ বেশি সুদে অন্য পক্ষকে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করে।

ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা (Definition of Banking)

সাধারণভাবে, ব্যাংকের অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলিকে ব্যাংকিং বলে। প্রশ্ন হলো, ব্যাংকের কাজ কী? চলতি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদি হিসাবে অর্থ গ্রহণ করা, গ্রাহকদের চেক গ্রহণ করা, দাবী পরিশোধ করা, ঋণ দেওয়া, বিলবাট্টা করা, গ্রাহকদের অর্থ একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরে সাহায্য করা ইত্যাদি ব্যাংকের কাজ। এ সকল কাজই সমষ্টিগতভাবে ব্যাংকিং নামে পরিচিত। এ বিষয়ে ব্যাংকিং আইনের সংজ্ঞাটি জেনে নিই। ১৯৪৯ সালের ভারতীয় ব্যাংকিং আইনের ৫(১) ধারা অনুযায়ী, ঋণ মঞ্জুর বা অর্থ বিনিয়োগ করা, জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করা এবং চাহিবামাত্র বা অন্য কোন অবস্থায় তা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করাই হলো ব্যাংকিং (Banking means the accepting, for the purpose of lending or investment of deposits or money from the public, re-payable on demand or otherwise, and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise)।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমানত গ্রহণ, ঋণ দেওয়া, চেক পরিশোধ করা, বিলবাট্টা করা, অর্থ স্থানান্তর করা, ঋণ ও বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা, মক্কেলের মূল্যবান দ্রব্য ও দলিল সংরক্ষণ করা, মক্কেলের বিলের স্বীকৃতি দেওয়া, আমানত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করাসহ ব্যাংকের যাবতীয় কাজকে একসাথে ব্যাংকিং বলা হয়। নিচে একটি ছকের সাহায্যে ব্যাংক এবং ব্যাংকিং-এর সম্পর্ক বোঝানো হলো:

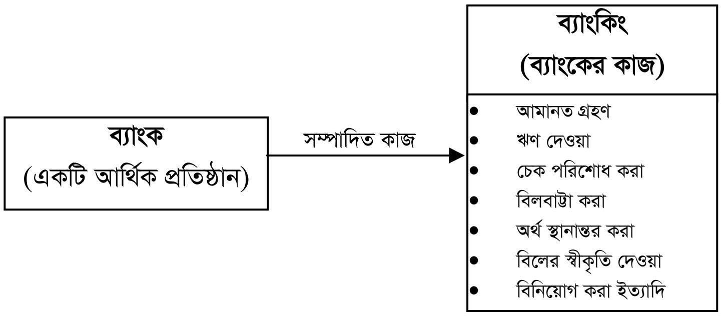

সুতরাং, ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোই হলো ব্যাংকিং। ব্যাংক যখন অন্য কোন ব্যক্তির কাজ করে, তখন ব্যাংক সে ব্যক্তির ব্যাংকার হিসেবে অভিহিত হয়। ধরুন, আপনি সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে যাবতীয় লেনদেন করেন। তাহলে সোনালী ব্যাংকটি হলো আপনার ব্যাংকার। বাংলাদেশ ব্যাংক যেহেতু সরকারের কাজ করে, সে কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক হলো সরকারের ব্যাংকার।

ব্যাংকের উৎপত্তি (Origin of Bank)

ব্যাংক শব্দটির সম্পর্কে অনেক মতবাদ রয়েছে। কারো মতে ইটালীয় Banco বা Bancus থেকে উদ্ভূত আবার কারো মতে এটি জার্মান শব্দ Banck থেকে উদ্ভুত। খ্রিষ্টার্ব ৬০০ অব্দে চীনের Shansi Bank বিশ্বের প্রথম ব্যাংক এবং ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দতে ইটালিতে বিশ্বের সর্বপ্রথম সরকারি ব্যাংক "ব্যাংক অব ভেনিস" প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকের উৎপত্তি নিয়ে একটি মজার কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। একসময় যখন বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে স্বর্ণ চালু ছিল তখন ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের নিকট স্বর্ণমুদ্রা বহন করে ঘুরে বেড়ানো ঝামেলাপূর্ণ ছিল। তাছাড়া স্বর্ণমুদ্রা ভারী হওয়াতে এটি বহন করা কিছুটা কষ্টসাধ্য ছিল এবং সেই সাথে এটি বিনিময়ের সময় ইহার ভেজালশূন্যতা যা যাচাই করে নিতে হতো। এসব কারণে জনগণ তাদের স্বর্ণ স্বর্ণকারের নিকট আমানত হিসেবে জমা রাখত। এই সেবার বিনিময়ে তারা স্বর্ণকারদের কিছু ফি দিত এবং স্বর্ণকারের নিকট হতে রসিদ নিয়ে নিতো। এই রসিদই কাগজী মুদ্রার প্রথম সংস্করণ ছিল।

একসময় স্বর্ণকারগণ বুঝলো যে, দিনশেষে আমানতকারীগণ তাদের গচ্ছিত স্বর্ণমুদ্রার খুব কম পরিমাণ ব্যয় করে এবং আমানতকারীগণ তাদের গচ্ছিত স্বর্ণমুদ্রা বা অর্থ একই সময় উত্তোলন করে না। এ কারণে স্বর্ণকারগণ তাদের ভল্টে গচ্ছিত অর্থের একটি অংশ অন্যদেরকে সুদের বিনিময়ে ঋণ দিত। এভাবে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে লাগল। আমানতকারীদের তাদের ভল্টে স্বর্ণমুদ্রা রাখতে আকৃষ্ট করার জন্য স্বর্ণকারগণ বিনিময়ে আরও অল্প পরিমাণ ফি নেয়া শুরু করল। এভাবে সুদ আদান-প্রদানের মধ্যে স্বর্ণকারদের মুনাফা অর্জিত হয় এবং এই মুনাফা অর্জন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থা উৎপত্তি ঘটে।

ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনে জনসাধারণকে ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ ব্যাংক হলো এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেখানে জমাকৃত অর্থের সাথে যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদের মধ্যে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

অধ্যাপক কেয়ানক্রর্সের মতে, ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যে ঋণ ও ঋণের ব্যবসা করে। অর্থনীতিবিদ ক্রাউদার বলেন “ব্যাংক তার নিজের ও অন্য লোকের ঋণের কারবার করে। ”

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ চেম্বার্স এর ভাষায় “ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণ অন্যান্য লোকের ঋণ পরিশোধের জন্য গৃহীত হয়”।
অর্থাৎ উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ব্যাংক হলো এমন একটি আথির্ক প্রতিষ্ঠান যা জনগনের অর্থ আমানত হিসেবে রাখে। প্রয়োজনের সময় অর্থ দিয়ে কৃতার্থ করে, সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করে, মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টি করে, বিলের বাট্টা করে মক্কেলদের হয়ে আর্থিক নিশ্চয়তা বা জামিন প্রদান করে।

ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Banks)
সভ্যতার বিবর্তনে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে ব্যাংক ব্যবসা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সে কারণে এর মালিকানা, প্রকৃতি
ইত্যাদির মধ্যে নানা পরিবর্তন এসেছে। নিচে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক নিয়ে আলোচনা করব। ব্যাংকগুলোর মালিকানা, গঠনপ্রণালী ও কাজের ধরনও আলাদা। নিচে এই তিন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাংককে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখানো হলো।

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Banks on the basis of ownership)

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে মিল রেখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মালিকানায় ব্যাংক গঠিত হয়েছে। নিচে মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংকের ৪টি শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো।

১। সরকারী ব্যাংক (Government Bank) ঃ সরকার নিজে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কোন ব্যাংক সরকারী মালিকানায় পরিচালিত, সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে ঐ দেশের সরকারী ব্যাংক বলে। সরকারী ব্যাংক সরকারের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ইত্যাদি সরকারী ব্যাংকের উদাহরণ। এ ব্যাংকগুলোর মালিক সরকার নিজে।

২। বেসরকারী ব্যাংক (Private Bank) ঃ ব্যক্তি মালিকানায় বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে বেসরকারী ব্যাংক বলে। বেসরকারী ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হতে হয়। বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, এবি ব্যাংক লিঃ, ইসলামী ব্যাংক লিঃ, দি সিটি ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি বেসরকারি ব্যাংকের উদাহরণ।

৩। যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক (Joint-ownership Bank) ঃ যে ব্যাংক সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বলে। পূবালী ব্যাংকের ৫১% শেয়ার সরকারী মালিকানায় এবং ৪৯% শেয়ার বেসরকারি মালিকানায় রয়েছে। সুতরাং পূবালী ব্যাংককে একটি যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বলা যায়।

৪। স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক (Autonomous Bank) ঃ যে ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইন বলে গঠিত হয় এবং স্বাধীনভাবে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে। যেমন- বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ ব্যাংক। এগুলো সরকার গঠন করেছে। কিন্তু পরিচালিত হয় নিজস্ব আইন দ্বারা।

কাজের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of functions)

অর্থনীতিতে নানা রকম কার্যসম্পাদনের জন্য নানা ধরনের ব্যাংক রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কাজের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ নিচে আলোচনা করা হলো।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) ঃ যে ব্যাংক দেশের মুদ্রা প্রচলন করে এবং মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে, তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

২। বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে এবং বেশি সুদে ঐ অর্থ অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। এ ছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মক্কেলের পক্ষে অর্থ আদায় ও পরিশোধ করে, অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর ও বিলবাট্টা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত। বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর উদাহরণ।

৩। সমবায় ব্যাংক (Cooperative Bank) ঃ সমবায় ব্যাংক 'সমবায় আইনের' আওতায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। সমবায় ব্যাংক সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসেবে জমা নিয়ে মুলধন গঠন করে এবং সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণে অল্প সুদে তাদের ঋণ দেয়। সমবায় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য পরিচালিত হয় না, বরং সদস্যদের আর্থিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যেমন, মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ।

৪। কৃষি ব্যাংক (Agriculture Bank) ঃ কৃষি ব্যাংক দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষায়িত ব্যাংক। কৃষি ব্যাংকের কাজ হলো কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, বীজ ইত্যাদি কেনার জন্য ঋণ দেওয়া।

৫। শিল্প ব্যাংক (Industrial Bank) ঃ শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এ ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয়। শিল্প ব্যাংকের মূল কাজ হলো শিল্প উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ সম্পাদন করা। বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড একটি শিল্প ব্যাংক।

৬। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক (Foreign Exchange Bank) ঃ যে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান এবং বৈদেশিক বিনিময় ও লেনদেন নিষ্পত্তিতে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে বিনিময় ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংক আমদানি ও রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ঋণ দেয়, তাদের জন্য প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করে ও বৈদেশিক মূদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে আমদানী-রপ্তানির দেনা-পাওনা পরিশোধে সহায়তা করে।

৭। বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment Bank) ঃ দেশের শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহ করার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি এ ধরনের ব্যাংক equity participation অর্থাৎ মূলধন অংশীদারিত্বের মাধ্যমেও শিল্পখাতে অর্থায়ন করে। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) বিনিয়োগ ব্যাংকের উদাহরণ।

৮। মার্চেন্ট ব্যাংক (Marchent Bank) ঃ মার্চেন্ট ব্যাংক, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের মোট বিনিয়োগের উপর মার্জিন-ঋণ প্রদান করে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া, মক্কেলের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ করা ও কোম্পানীর শেয়ার / ঋণপত্র ইত্যাদি বিক্রির দায়িত্ব নেওয়াও মার্চেন্ট ব্যাংকের কাজ।

৯। সঞ্চয়ী ব্যাংক (Savings Bank) ঃ সঞ্চয়ী ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট সঞ্চয়গুলোকে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে মুলধন গঠন করে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। সঞ্চয়ী ব্যাংক জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কিম চালু করে। আমাদের দেশে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক সঞ্চয়ী ব্যাংকের উদাহরণ।

১০। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক (Small and Cottage Industries Bank) ঃ দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংক ছোট ছোট বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরী করা, মূল্যায়ন করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। দেশের ছোট ছোট শিল্প-কারখানাগুলোর উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়েই এ জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১১। মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক (Microcredit Bank) ঃ মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক গ্রাম পর্যায়ে মূলত মহিলা সস্যদের নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরী করে এবং গ্রুপের সদস্যরা সাপ্তাহিক সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করে। জমার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট অংকে পৌঁছলে নির্ধারিত কিছু ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক-এর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এরূপ ব্যাংক কোন সম্পদের জামানত ছাড়াই ঋণ মঞ্জুর করে। গ্রামীন ব্যাংক মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক-এর উদাহরণ।

১২। আঞ্চলিক ব্যাংক (Regional Bank) ঃ যখন কোন একটি দেশের নয়, বরং কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাকে আঞ্চলিক ব্যাংক বলে। এ জাতীয় ব্যাংক তার অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থের যোগান দেয় । 'এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক' আঞ্চলিক ব্যাংকের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ব্যাংকটি এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে ঋণ প্রদান করে।

১৩। আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank) ঃ জাতিসংঘ বা অন্য কোনো আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলে। 'বিশ্বব্যাংক' (The World Bank) এ ধরনের একটি ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of Central Bank)

অর্থ বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে ন্যস্ত। অর্থ বাজারের এই ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের অনুমোদন দিয়ে থাকে। সবরকম মুদ্রা প্রচলনে ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি সমূহ নিচে আলোচিত হলো-

ক) সাধারণ কার্যবলি

মুদ্রা ও নোট প্রচলন: মুদ্রা ও নোট প্রচলন করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকই এই ক্ষেত্রে একক অধিকার ভোগ করে।

মুদ্রার মান সংরক্ষন: বৈদেশিক মুদ্রা বা ধাতুর সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রার মান বা মূল্য সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

মুদ্রা বাজার পরিচালনা: দেশের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী অর্থ বাজার গঠন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা সর্বাধিক।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ: ঋণের স্বল্পতা বা অধিক উভয়েই দেশের অথনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর। তাই সঠিক ভাবে ঋণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে, নীতি-কৌশল ব্যবহার করে ঋণের পরিমান কাম্যস্তরে রাখার চেষ্টা করে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাম্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে করে রপ্তানী বৃদ্ধি পায়।

খ. সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলি

সরকারের তহবিল সংরক্ষণ: রাষ্ট্রীয় তহবিল ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের তহবিল সংরক্ষণ করে যাকে এই ব্যাংক।

আর্থিক লেনদেন সম্পাদন: সরকারের সাথে দেশ বিদেশের সব ধরনের আর্থিক দেনা পাওনা নিষ্পত্তি করে এই ব্যাংক।

অর্থের আমানত গ্রহণ ও প্রদান: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খাত থেকে আয়ের অর্থ সরকারের তহবিলে জমা করে থাকে এবং সরকারে নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ প্রদান করে।

হিসাব সংরক্ষণ: এই ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন খাতের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে।

ঋণ প্রদান ও তত্ত্বাবধান: সরকারের আর্থিক সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে এবং উক্ত ঋণ তত্ত্বাবধান করে থাকে।

বৈদেশিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্ম্পক রক্ষা করা: সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, গোষ্ঠী উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংযোগ রক্ষা করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আর্থিক উপদেষ্টা ও প্রতিনিধিত্ব করা: সরকারের উপদেষ্টা ও পরামশর্ক হিসেবে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার কাজটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক সর্ম্পক স্থাপনের প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদনে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে।

আর্থিক ব্যবস্থার নীতি বাস্তবায়ন: সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে সরকারকে সাহায্য করে। অর্থনীতির চাকা স্বাভাবিক রাখার জন্য কঠোর হস্তে আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

গ. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে

তালিকাভূক্তকরণ: নতুন নতুন ব্যাংক এর শাখা প্রতিষ্ঠার অনুমতি এবং উক্ত ব্যাংকের শাখা প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করছে কিনা তা নজরদারী করে।

নিকাশ ঘর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে তার তালিকাভূক্ত সকল ব্যাংকের সাথে দেনা-পাওনার বিষয়টি নিস্পত্তি করে।

ঋণদান ও তদারকি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভূক্ত অন্যান্য ব্যাংকের প্রয়োজনে ঋণ দেয়া এবং তা কিভাবে ব্যবহার হয় তার তদারকি করে।

ঋণ আদায়ে সহযোগীতা: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত ব্যাংকসমূহ যখন প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায়ে সমস্যায় পড়ে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজস্ব নিয়ম কানুন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারকে উৎসাহ দিয়ে যুগোপযোগী আইনের মাধ্যমে ব্যাংক সমূহের ঋণ আদায়ে সর্বোচ্চ সাহায্যে করে।

নিরীক্ষণ কাজ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক, তালিকাভূক্ত ব্যাংকসমূহ সঠিক ভাবে তাদের হিসাব কার্য পরিচালনা করছে কিনা তা নিরীক্ষণ করে থাকে।

জমা সংরক্ষন: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভূক্ত ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কতিপয় নিয়ম মেনে চলে। যেখানে দেয়া আছে জনগনের আমানতের নির্দিষ্ট কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

উপদেশ প্রদান: তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্যাংক প্রতিবেদন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপদেশ প্রদান করে থাকে।

ঘ. উন্নয়ন মূলক কার্যাবলী

ব্যাংকিং ব্যাবস্থার প্রসারণ: সাধারণ জনগণের সুবিধা কথা চিন্তা করে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধার কথা বিবেচনা করে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার নিয়ম কানুন তৈরীর মাধ্যমে উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করে।

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন: অর্থনীতির অনেক খাত রয়েছে যেমন কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার: এই ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং মুদ্রার মান সংরক্ষণ করে। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে থাকে।

প্রাকৃতিক সম্পদ: দেশের আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত সম্পদ সমূহ জনগণের কল্যাণে কিভাবে নিয়োজিত করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঙ. অন্যান্য কার্যাবলী

তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা: সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক সংস্কার নীতিমালা প্রণয়নের উপর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী ও বাস্তবায়ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সারা বছরের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যাবস্থার চিত্র প্রিন্ট আকারে জনসম্মুখে প্রকাশ করে। এতে করে জনগন দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আর্থিক উন্নয়ন এবং জনগনের প্রয়োজনে জনগনের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংক হল এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে জনগনের ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদের অধিক সুদে ঋণ প্রদান করে। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে ব্যাংক জনগনের ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করে, লেনদেনে সহায়তা করে, ঋণ প্রদান করে, বিনিয়োগ সহায়তা করে, মূলধন গঠনে সহায়তা করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Commercial Bank)

আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যাংকিং খাত অত্যন্ত উন্নত হয়েছে। মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে বানিজ্যিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা করা হল-

ক) সাধারণ কার্যাবলি ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা মাধ্যমে মুনাফা অর্জন ও সর্বোচ্চ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা।

১) **আমানত গ্রহণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করা। এই আমানত তিন ধরনের হতে পারে-

ক) চলতি আমানত

খ) স্থায়ী আমানত

গ) সঞ্চয়ী আমানত

চলতি আমানতের অর্থ যে কোন সময় তোলা যায়। গ্রাহক চাওয়া মাত্র ব্যাংক তা দিতে বাধ্য থাকে। এই আমানতের উপর সুদ দেওয়া হয় না। সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ উত্তোলন করা যায় ন। সঞ্চয়ী আমানতের উপর কিছু সুদ দেয়া হয়। স্থায়ী আমানতের টাকা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে উঠানো যায় না। স্থায়ী আমানতের উপর বেশি সুদ পাওয়া যায়।

২) **ঋণ প্রদান:** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে এবং পরে যাদের প্রয়োজন যে সকল উদ্যোক্তাকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে ঋণের বিপরীতে জামানত গ্রহণ হয়ে যায়।

৩) **বিনিয়োগের মাধ্যম সৃষ্টি করা:** নগদ অর্থের লেনদেন ঝুঁকিপূর্ণ। তাই নগদ অর্থের লেনদেন কমানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ভ্রমনকারীর চেক ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে লেনদেন অত্যন্ত সহজতর করে তোলে।

৪) **হুন্ডি বাট্টাকরণ:** আর্থিক সংকটের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই কিছু কমিশন রেখে বিনিময় বিল ভাঙ্গিয়ে দেয়। একে হুন্ডি-বাট্টা বা বিল বাট্টাকরণ বলে।

৫) **ঋণ আমানত সৃষ্টি:** ঋণদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো আমানতের সৃষ্টি করতে পারে। যারা ব্যাংকে হতে ঋণ গ্রহণ করে তারা অনেক সময় ঋণের টাকা নগদ না উঠিয়ে ব্যাংকের একাউন্টে জমা রাখে। দরকারের সময় চেকের মাধ্যমে সে টাকা ওঠাতে পারে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ হতে আমানত সৃষ্টি করে।

৬) **দেশীয় ও আন্তজার্তিক বানিজ্যিক সহায়তা:** দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ব্যাবসায় বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচুর অর্থ যোগান দেয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একই সাথে ভালো উপদেশ দেয়। তাছাড়া ও ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, হুন্ডি বাট্টাকরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৭) **মূলধন গঠন:** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসেবে সাধারণ জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে বড় তহবিল গঠন করে। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনহিতকর কার্যাবলি

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার কার্যাবলি মুনাফা অর্জনের জন্য সীমিত রাখে না, সে সাধারণ জনগণের কল্যানে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানা কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১) অর্থ স্থানান্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে অতিদ্রুত নিরাপদে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন স্থান হতে অর্থ স্থানান্তর করে সাধারণ জনগণের উপকার করছে।

২) ওয়েজ আর্নার: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিদেশে কর্মরত সকল দেশী শ্রমিকদের মজুরি অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশে সকল খরচ তাদের আত্মীয়ের নিকট পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করে শ্রমিকদের সেবা করে থাকে।

৩) মূল্যবান দ্রব্যাদি সংরক্ষণ: বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের মূল্যবান দ্রব্যাদি ব্যাংকের নিজস্ব লকারে ন্যূন্যতম সার্ভিস চার্যের মাধ্যমে নিরাপদে সংরক্ষণ করে থাকে।

৪) ভ্রমনের সুযোগ সুবিধা তৈরী: নগদ অর্থ সাথে নিয়ে ভ্রমন করা ঝুকিপূর্ণ। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংক ভ্রমন, ভ্রমন চেক, ভ্রাম্যমান নোট ইত্যাদির মাধ্যমে নগদ অর্থ বহন করা থেকে ঝুকিমুক্ত করে।

৫) সনদ প্রদান: বানিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকের প্রয়োজনে আর্থিক স”ছলতার সনদপত্র প্রদান করে।

৬) প্রকাশনা: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার নিজের আর্থিক অবস্থান ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করে এর সাময়িকী প্রকাশ করে জনগনকে সচেতন করে তোলে।

প্রতিনিধিত্ব মূলক কার্যাবলি

১) ঋণ শর্তাদি সংগ্রহ প্রদান: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের হয়ে চেক, লভ্যাংশ, কুপন, আয়কর, বাড়ি ভাড়া, বীমা প্রিমিয়াম, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান করে থাকে।

২) ঋণপত্রের ক্রয় বিক্রয়: এই ব্যাংক তার গ্রাহকদের পক্ষে শেয়ার, ডিবেঞ্চার ক্রয় বিক্রয় করে থাকে। প্রাথমিক শেয়ার বিক্রয় করে থাকে। প্রাথমিক শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোম্পানিগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে থাকে।

৩) অছির কাজ: বানিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের বন্ধকী সম্পত্তি দেখাশোনা, গ্রাহকের হয়ে সম্পত্তির দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ইত্যাদি অছির ন্যায় কাজ করে।

৪) বৈদেশিক বিনিময়: বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক দেনা পাওনা পরিশোধে সহায়তা করে।

৫) শেয়ার সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয়: বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয়ে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৬) অবলেখক: বাণিজ্যিক ব্যাংক নতুন নতুন কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য অবলেখক হিসেবে কোম্পানিতে কাজ করে।

৭) গোপনীয়তা রক্ষা: বানিজ্যিক ব্যাংক তার সকল গ্রাহকের লেনদেন, আর্থিক অবস্থা অর্থের হিসেবে ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে।

অন্যান্য কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার অধীনস্থ বিভিন্ন শাখার মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকে। এই ব্যাংক তাদের নিজস্ব কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা পত্র প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমাজ সেবা কার্যক্রম

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও বাণিজ্যিক ব্যাংক নানা ধরনের সমাজ সেবামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন- কোন কোন ব্যাংক দরিদ্র জনগণকে মাছের খামার করে দেয়, গবাদি পশু কিনে দেয়, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ মুলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে, যাকাতের তহবিল গঠন করে। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম আলোচনা করা হল:

১) **শিক্ষা ও গবেষণায় সহায়তা:** বিভিন্ন ব্যাংক দরিদ্র জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে এককালীন, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে বৃত্তির ব্যবস্থা চালু করেছে। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাছাড়া মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমুহ বর্তমানে গবেষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

২) **চিকিৎস্যা ক্ষেত্রে সহায়তা:** বিভিন্ন ব্যাংক বর্তমানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতাল সমূহে অনুদান প্রদান করছে। তাছাড়া জটিল এবং কঠিন রোগসমুহে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ও সহায়তা প্রদান করছে।

৩) **দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা:** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে এসে দাড়ায়। তারা সে সময় তাদেরকে আর্থিক সাহায্য অথবা মানবিক সাহায্য, এমনকি শীতবস্ত্র ও প্রদান করে। এর ফলে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব হয়।

৪) **গনসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা:** বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রচার প্রচারনা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা যেমন যৌতুক, বাল্য বিবাহ, মাদক ইত্যাদি সম্পর্কে নানা ধরনের প্রচার প্রচারনা চালিয়ে থাকে।

৫) **পরিবেশ রক্ষায় ভুমিকা:** বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ শহরের বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়কে বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাছাড়া রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য বর্ধনসহ নানা ধরনের কাজ করে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

ব্যাংকের গুরুত্ব
Importance of Bank

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা (Importance of Bank in Economic Development)

বর্তমান যুগে শুধু বাংলাদেশই নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাংকের সাহায্য ছাড়া বৃহদায়তন ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কল্পনাও করা যায় না। ব্যাংক শুধু টাকা-পয়সা দিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের চাকা সচল রাখে না, উপরন্তু ব্যবসায়ীকে পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করে। তাই ব্যাংককে বিশ্ব-বাণিজ্যের দিক-দর্শন যন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন, সকল দেশের অর্থনীতির জন্য ব্যাংক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আসুন, এ গুরুত্বের বিষয়গুলো জেনে নিই–

১) সঞ্চয় সংগ্রহ, মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ (Collection of savings, fomation of capital & Investment)ঃ ব্যাংকগুলো বিভিন্নভাবে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। ফলে সঞ্চিত অর্থ মুলধনে পরিণত হয় এবং ব্যাংক তা কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষায়িত ব্যাংকের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও এই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২) ঋণ প্রদান (Issuing Loan) ঃ ব্যাংকগুলো আমানতের একটি অংশ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ীদের স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করে।

৩) বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি (Creation of medium of exchange) ঃ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। এতে আর্থিক বিনিময় সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত হয়। যেমন চেক, পে-অর্ডার, ড্রাফ্‌ট, ক্রেডিট কাড ইত্যাদি হলো বিনিময়ের মাধ্যম। এগুলো ব্যবহার করলে আর্থিক বিনিময় শুধু সহজই হয় না, ঝুঁকিমুক্তও থাকে।

৪) ব্যাংকের বিশেষায়ণ (Specialization of Bank) ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক বহুমুখী বিশেষায়িত সেবা দিয়ে থাকে। যেমন কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয় এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক সহজ শর্তে শিল্প ঋণ দিয়ে শিল্পের উন্নয়ন করে।

৫) বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ (Expansion of foreign trade) ঃ ব্যাংক ছাড়া বৈদেশিক লেনদেন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিভিন্ন ব্যাংক নানাবিধ সহযোগিতা প্রদান করে। যেমন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থায়ন, আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা পরিশোধে সহযোগিতা করা, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ও বৈদেশিক বাজার বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর Foreign Exchange Division এ জাতীয় দায়িত্ব পালন করে।

৬) অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা (Money transfer) ঃ আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ-স্থানান্তরের মাধ্যমে লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করেছে। বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এটি আরো সহজ করে দিয়েছে। এ ছাড়া ইন্টারনেট ব্যাংকিং লেনদেন করেছে সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত।

৭) কৃষি উন্নয়ন (Agricultural development)ঃ বাংলাদেশ কৃষি-প্রধান দেশ। এক সময় কৃষির উৎপাদন হতো শুধু পারিবারিক ভোগের জন্য। বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন শুরু হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক।

৮) শিল্প উন্নয়ন (Industrial development)ঃ বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো শিল্পখাতে ঋণদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক উৎপাদনশীল খাতে দিয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

৯) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Creation of employment opportunities)ঃ ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারের ফলে উৎপাদনশীল খাতে ব্যাংকের বিনিয়োগ বাড়ছে। এতে দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০) জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন (Development of standard of living)ঃ ব্যাংক বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে মাথাপিছু আয় বেড়ে যায় এবং জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে। এ ছাড়াও, ব্যাংক ভোগ্য পণ্যের জন্য ঋণ সহায়তা দিয়ে মানুষের জীবনের গুণগতমান উন্নত করে।